দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 19 MAR
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগারে বইয়ের অভাব

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী "খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ বিন আব্দুল আজিজ" গ্রন্থাগারে বই সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের খাতা কলমে এই লাইব্রেরীর সর্বমোট বই সংখ্যা ৪০ হাজার। এরমধ্যে দেশী-বিদেশী জার্নালের সংখ্যা ৫ হাজার ৫০০। কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে, বর্তমানে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে বই ও জার্নালের সর্বমোট সংখ্যা হলো প্রায় ১৮ হাজারের মতো। এরমধ্যে ছাত্রদের নিত্য প্রয়োজনীয় বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। ছাত্রদের প্রয়োজনীয় সামান্য কিছু বই লাইব্রেরীতে থাকলেও সেগুলো শিক্ষকেরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লাইব্রেরী থেকে উঠিয়ে নিজ বাসায় দীর্ঘদিন যাবৎ রেখে দেন। ফলে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রয়োজনে কোন বই পায় না। কোন কোন বিষয়ের দু একটি বই লাইব্রেরীতে পড়ে থাকলেও দেখা যায় সেগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠা কাটা অবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া অনেক পুরানো এডিশনের বই ছাত্র-ছাত্রীদের তেমন কোন উপকারে আসছে না।

কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে বই ক্রয়ের জন্য লাখ লাখ টাকা বরাদ্দ করেন। কিন্তু গত কয়েক বছরে একটি বইও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে নতুন করে সংযোজন করা হয়নি। সাত আট বছর পূর্বে বই সংখ্যা যা ছিল বর্তমানেও সেই একই সংখ্যা রয়েছে।

এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও হিসাব পরিচালক লাইব্রেরীর বই কেনার জন্য বরাদ্দ টাকা থেকে ইতিপূর্বে ৬১ হাজার টাকা আত্মসাৎ করলে গত ১৬ জুলাই '৯৫ সিন্ডিকেটের বৈঠকে তাদেরকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। জানা গেছে, বই কেনার টাকা আত্মসাতের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও উচ্চ পদস্থ প্রশাসনিক কর্মকর্তারাও জড়িত আছেন।

এদিকে প্রয়োজনীয় বইয়ের অভাবে ছাত্রছাত্রীরা ভালো রেজাল্ট করতে পারছে না। তারা সিনিয়র ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নোট সংগ্রহ করে তা ফটোস্ট্যাট করে মুখস্ত করছে। এতে প্রকৃত মেধার বিকাশ ঘটছে না।